বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
BEGUM ROKEYA UNIVERSITY, RANGPUR

আবেদনকারীর ছবি
(০২ কপি)

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ (আবাসিক) গ্রহণের আবেদন ফরম

বরাবর
আহ্বায়ক
কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ পরিচালনা কমিটি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ (আবাসিক) নীতিমালা-২০২৫"-এর আওতায় ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়
উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর কর্পোরেট ঋণদান নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করা হলো।

০১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....
০২। বর্তমান পদবী ঃ .....
০৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি নং ঃ .....
০৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভাগ/শাখা/দপ্তর/অনুষদ/ইনস্টিটিউট/হলের নাম ঃ .....
০৫। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ ঃ .....
০৬। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে মোট চাকুরীকাল ঃ .....বছর ..... মাস ..... দিন
০৭। পেনশনের জন্য মোট গণনাযোগ্য চাকুরীকাল (পূর্ণ বৎসরে) ঃ ..... বছর
০৮। অবসর গ্রহণের তারিখ ঃ .....
০৯। বর্তমান বেতন স্কেল ও গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫) ঃ .....
১০। বর্তমান মূল বেতন ঃ .....
১১। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৃহীত জিপিএফ চলতি ঋণের পরিমান ঃ .....
১২। ব্যাংক/অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত চলতি ঋণের পরিমান ঃ .....
১৩। বর্তমান কত টাকা ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঃ ..... (.....) টাকা মাত্র
১৪। কর্পোরেট ঋণের মেয়াদ ঃ .....
১৫। কর্পোরেট ঋণ গ্রহণের কারণ ঃ .....
১৬। **গ্যারান্টরের তথ্য-**
(ক) নাম ও সম্পর্ক (স্বামী/স্ত্রী /পিতা/মাতা/সন্তান) ঃ .....
(খ) বর্তমান ঠিকানা ঃ .....
(গ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....
(ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ .....
(ঙ) মোবাইল নম্বর ঃ .....

আমি অঙ্গীকার করছি যে, উপরোক্ত বর্ণিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সঠিক । অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্পোরেট ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত সকল শর্তাদি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো। অতএব, মহোদয় কর্পোরেট ঋণ নীতিমালার আওতায় আবেদনকৃত/প্রাপ্য সর্বোচ্চ ঋণের সমুদয় অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার মর্জি হয়।

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
মোবাইল নম্বর ঃ .....
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ .....
ই-টিআইএন নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ .....
রুপালী ব্যাংক হিসাব নং ঃ .....

.....
বিভাগীয় প্রধান/দপ্তর/শাখা প্রধানের সুপারিশ ও সীলসহ স্বাক্ষর

কর্পোরেট ঋণ পরিচালনা কমিটি পূরণ করিবে

মোট প্রাপ্য ঋণ ঃ .....; অনুমোদিত ঋণ ঃ .....;

ঋণ পরিচালনা কমিটির ..... তারিখে অনুষ্ঠিত .....তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদন করা হলো

.....
আহ্বায়কের স্বাক্ষর ও সীল

বি. দ্রঃ আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় যে সকল কাগজপত্রাদি অবশ্যই সংযুক্ত করিতে হইবে-

০১) আবেদনকারী ও গ্যারান্টরের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। ০২) আবেদনকারীর এক কপি সত্যায়িত ছবি ও আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত গ্যারান্টরের এক কপি ছবি । ০৩) আবেদনকারীর নামে ১০০ টাকার ০৩ (তিন) টি এবং গ্যারান্টরের নামে ১০০ টাকার ০৩ (তিন) টি নন-জুডিশিয়াল স্টাম্প (পরিবর্তনশীল)। ০৪) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী পদের চাকুরীতে কর্মরত ২ (দুই) জন স্বাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। ০৫) রেজিস্ট্রার/অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার /ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) কর্তৃক অর্জিত ছুটির প্রত্যয়ন পত্র (কার্টিজ পেপারে)। ০৬) চলতি মাসের বেতন শীটের স্বাক্ষরিত কপি।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের
"কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ (আবাসিক)" নীতিমালার-২০২৫ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষঃ

০১. কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ (আবাসিক) গ্রহণের যোগ্যতা হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল ন্যুনতম ০৫ (পাঁচ) বছর হতে হবে এবং অবসর গ্রহণের ০৩ (তিন) বছর পূর্ব পর্যন্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে সাময়িক বরখাস্ত, লিয়েন ও বিনা বেতনে ছুটিতে থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই ঋণের আবেদন করতে পারবে না।

০২. ঋণের পরিমানঃ

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্রেড ভিত্তিক (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী) ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিম্নরুপ হবে;

ক. গ্রেড-০৯ হতে ০১ পর্যন্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।

খ. গ্রেড-১০ কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।

গ. গ্রেড-১৬ হতে ১১ কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।

ঘ. গ্রেড-২০ হতে ১৭ পর্যন্ত কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান ২২ (বাইশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।

০৩. প্রতি অর্থ বছরে ৪ (চার) প্রান্তিকে ঋণের আবেদন গ্রহণ করা হবে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, জানুয়ারি- মার্চ, এপ্রিল-জুন)। প্রতি প্রান্তিক শুরুর কমপক্ষে ০১(এক) মাস পূর্বে রেজিস্ট্রার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ০১(এক) মাসের মধ্যে (প্রয়োজনীয় সময়ে) রেজিস্ট্রার দপ্তর ও অর্থ হিসাব দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ পূর্বক পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে ঋণ আবেদন যাচাই-বাছাই পূর্বক "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল ঋণ" পরিচালনা কমিটি ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ঋণ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৪. যে মাসে ঋণ মঞ্জুর হবে, আবেদনকারীর প্রাপ্য আনুতোষিক, ছুটি নগদায়ন, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, কর্মী কল্যাণ তহবিল ও গ্রুপ ইন্সুরেন্স সহ প্রাপ্য অর্থের সর্বোচ্চ ১০০% ঋণ হিসেবে প্রদেয় হবে। তবে সর্বসাকুল্যে প্রাপ্ত মোট বেতনের এক-তৃতীয়াংশ গ্রস স্যালারির ১/৩ ভাগ টেক হোম-পে হিসেবে সংরক্ষিত হবে।

০৫. ঋণের সীমা ১৫ (পনের) বছর বা ১৮০ (একশত আশি) মাস। ঋণ বিতরণের পরবর্তী মাস হতে ঋণের কিস্তি কর্তন করা হবে। কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ (আবাসিক) ঋণের সুদ হিসাব 'সরল সুদে' নির্ধারিত থাকবে এবং ঋণের সুদের হার হবে ১০% (পরিবর্তনশীল)। প্রতি ১ লক্ষ টাকার জন্য মাসিক কিস্তি ৯৭৬/- (নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা মাত্র।

০৬. মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ গ্রহণের পুর্বে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামুলক ভাবে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে যে নিয়মিত ভাবে মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধের পর যে পরিমান টাকা অবশিষ্ট থাকবে তা অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক, ছুটি নগদায়ন, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, কর্মী কল্যাণ তহবিল, গ্রুপ ইন্সুরেন্স, অন্যান্য পাওনা হতে এবং সংকুলান না হলে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন পরিশোধ করতে তাঁর বা তাঁর নমিনীর/উত্তরাধিকারীর কোন আপত্তি থাকবে না। ঋণ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদনের লক্ষ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প মুদ্রিত আকারে সংগ্রহ করে ঋণ পরিচালনা কমিটির নিকট স্বাক্ষরের পর জমা দেবেন।

০৭. ঋণের গ্যারান্টার হিসেবে অবশ্যই পরিবারের একজন সদস্যকে থাকতে হবে। স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী গ্যারান্টার হবেন অথবা তাদের বিকল্পে পিতা মাতা অথবা সাবালক নমীনীকে বাধ্যতামুলক ভাবে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন্‌জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে গ্যারান্টিযুক্ত স্বাক্ষর করতে হবে। যাদের চাকুরীকাল ১০(দশ) বছরের কম তাদের ২(দুই) জন গ্যারান্টারের প্রয়োজন হবে, যিনি ঋণ গ্রহীতার বিষয়ে দায়িত্ব নেবেন। গ্যারান্টারের চাকুরীকাল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ (দশ) বছর পুর্ণ হতে হবে এবং নীট বেতন থাকতে হবে।

০৮. ঋণ গ্রহীতা সেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, চাকুরীচ্যুত কিংবা মৃত্যুবরণ করলে ঋণের অবশিষ্ট অর্থ সুদসহ ঋণ গ্রহীতা কিংবা মৃত ব্যক্তির নমিনী/গ্যারান্টরের প্রাপ্য আনুতোষিক, ছুটি নগদায়ন, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, গ্রুপ ইন্সুরেন্স ও অন্যান্য পাওনা হতে এবং সংকুলান না হলে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন পরিশোধ করতে হবে। (Revolving Loan) আকারে অনুমোদিত ঋণসীমার জন্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট গ্যারান্টি বন্ড গ্রহণ করবেন।

০৯. যাদের চাকুরীকাল ১০(দশ) বছরের কম তাদের ক্ষেত্রে ২(দুই) জন গ্যারান্টরের প্রয়োজন হবে, যারা ঋণ গ্রহীতার বিষয়ে দায়িত্ব নেবেন। তাদের মধ্যে ০১ (এক) জন স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী গ্যারান্টার হবেন অথবা তাদের বিকল্পে পিতা মাতা অথবা সাবালক নমিনী এবং অপরজন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী চাকুরীজীবী, তাঁর চাকুরীকাল ১০(দশ) বছর পুর্ণ হতে হবে এবং নীট বেতন থাকতে হবে।

১০. ঋণ গ্রহণের পর যদি কেউ দীর্ঘ মেয়াদী (ছয় মাস বা তার অধিক সময়) লিয়েন/ডেপুটেশন/অন্য কোন কারণে ছুটি নিয়ে দেশে বা বিদেশে গমন করলে, সে ক্ষেত্রে দেশে বা বিদেশে গমনের পূর্বে বাধ্যতামুলকভাবে ঋণের অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তবে কোন কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে একই সাথে তিনি একজন গ্যারান্টার নিয়োগ করবেন (অধ্যাপক/সমমান, সহযোগী অধ্যাপক/সমমান, রেজিস্ট্রার/সমমান, সমপদমর্যাদার শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারী)। যিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার কিস্তি প্রদানে ঋণ গ্রহীতার অনুকুলে পৃথক জামিনপত্র (লেটার অব গ্যারান্টি) প্রদান করবেন।

১১. ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পরিশোধের জন্য এই ঋণের কিস্তি যা নির্ধারিত হবে তা ঋণ গ্রহীতার মাসিক বেতন হতে আদায় করা হবে। ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামুলকভাবে মাসিক (উৎসবের মাস সহ) বেতন ভাতা হতে নিয়মিত ভাবে সুদ-আসলে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।

১২. কোন ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করলে মাসিক কিস্তি চলমান রেখে যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবেন।

১৩. কোন কারণে নিয়মিতভাবে মাসিক বেতন বিল হতে ঋণের কিস্তি কর্তন সম্ভব না হলে কিস্তি বকেয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত দন্ড সুদের সকল দায় ঋণ গ্রহীতাকেই বহন করতে হবে।

১৪. ঋণ গ্রহীতা গৃহিত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করার পর পুনরায় ঋণ গ্রহণের আবেদন করতে পারবেন। তবে কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ বিতরণের কার্যক্রমের চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় ঋণ গ্রহণের সুবিধা সর্বোচ্চ ০১(এক) বার গ্রহণ করতে পারবেন।

১৫. ঋণ সংক্রান্ত অনুল্লেখিত বা অসম্পূর্ণ বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কত কোন সমস্যা/প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিস্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৬. "কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে হোলসেল ঋণ" গ্রহীতা ঋণের অর্থ পরিশোধের পর অবমুক্তি সনদ গ্রহণ করবেন। ঋণ পরিশোধর অবমুক্তি সনদ জমার পর রেজিস্ট্রার দপ্তর ঋণ গ্রহীতার চাকুরী হতে ইস্তফা/স্বেচ্ছায় অবসর/অবসর/ইত্যাদির ছাড়পত্র ইস্যু করতে পারবেন।